ভূমিকা

নাটকের প্রতি আমার ভালোবাসা তৈরি হয়েছে অভিনয়ের পথ ধরে। অভিনয়ের সূত্রেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মনোজ মিত্রের নাটকের প্রতি। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি, কমেডির ধাঁচে তাঁর নাটকে কীভাবে প্রকাশ পায় সামাজিক দায়বদ্ধতা। 'সুন্দরম', থিয়েটার ওয়ার্কশপ', 'প্রতিকৃতি' প্রভৃতি দলের অভিনয়ে মনোজ মিত্রের একাধিক নাটকের মঞ্চরূপ দেখার পর সেগুলির নতুন নতুন ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হতে থাকে আমার কাছে। সম্পূর্ণ দেশজ উপাদানে মৌলিক নাটক গড়ায় তাঁর কৃতিত্ব এবং চিরন্তন মূল্যবোধের প্রতি তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস আমার আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে। একইসঙ্গে বিষয়ের গভীরতা ও জনপ্রিয়তার এই রসায়নের রহস্য আবিষ্কারের প্রয়াসেই তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনাক্রমে গবেষণার বিষয় হিসেবে স্থির হয় 'নাট্যকার মনোজ মিত্র ঃ জীবনদৃষ্টি, সমাজচেতনা ও শিল্পবোধ'।

যে কোনো জীবিত এবং সৃজনশীল স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মকে নিয়ে গবেষণার কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে। নিরন্তর তাঁর সৃষ্টিভান্ডার বেড়ে উঠতে থাকে বলে সমগ্র রচনাবলীকে গবেষণাকর্মে ধরা সম্ভব হয় না। একটি নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত রচনাকর্মের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। আমরা সেই বিন্দুটি ধরেছি ২০০৯ সাল অর্থাৎ মনোজ মিত্রের নাট্য রচনা শুরু (১৯৫৯) থেকে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সময়কাল। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এখনো তিনি লিখে চলেছেন, তাই এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে, নিজের শ্রেষ্ঠ লেখাটি তিনি এখনো লেখেন নি বা তাঁর চেতনার বিবর্তনের আরো সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় নি। মনোজ মিত্রের নাট্যধারায় এখনো পর্যন্ত যে রচনাগুলি আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ্য। তাঁর নাটকের বক্তব্যে আমরা বেশ কিছু সাধারণ সূত্রেরও সন্ধান পেয়েছি। মূলত সেসব সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের গবেষণার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতির অনুসরণে মনোজ মিত্রের জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, নাটক রচনার সময়কালে রাজ্য তথা দেশ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির ভিত্তিতে তাঁর নাটকের বিষয় ও বক্তব্যের সূত্র সন্ধান করেছি।

সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মটিকে আমরা মূলত ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে নাট্যকার মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করে তাঁর সৃষ্টিকর্মে জীবন ও বেড়ে ওঠার পরিবেশের প্রভাবটিকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন পটভূমিটি আলোচনা করে তাঁর সৃজনমুখর জীবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে মনোজ মিত্রের নাটকের বর্গীকরণ করে প্রতিটি বর্গের পৃথক আলোচনা করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির সন্ধান করেছি তাঁর নাটকগুলিতে। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর নাটকে প্রকাশিত সমাজচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁর শিল্পবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এছাড়া মনোজ মিত্র রচিত নাটকের তালিকা সন্নিবেশিত করেছি।

এই গবেষণার কাজে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি পেয়েছি আমার প্রিয় মাস্টারমশাই অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্টকে। তাঁর নিরলস প্রয়াস এবং একান্ত সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই কাজ শেষ করা

সম্ভব হ'ত না। আমার প্রতি স্নেহবশতই তিনি সময়-অসময়ের অনেক উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। শ্রীযুক্ত মনোজ মিত্র মহাশয় তাঁর চরম ব্যস্ততার মধ্যেও একাধিকবার আমাকে সময় দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বেশ কিছু তথ্য এবং ইঙ্গিত পেয়েছি। তাঁর প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। অধ্যাপক বিষ্ণু বসুর সঙ্গে আলোচনা আমাকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। তাঁর উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। পুরনো পত্রিকার কাটিং, দুষ্প্রাপ্য অনেক তথ্য প্রভৃতি পেয়েছি 'নাট্যশোধ সংস্থান'-এ। সেখানকার কর্মীদের সহৃদয় ব্যবহার এবং আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য নাটকের যোগান দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন নবগ্রন্থ কুটিরের স্বত্বাধিকারী। ন্যাশনাল লাইব্রেরী, অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার (শিলিগুড়ি), বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, 'সুন্দরম্' নাট্যদল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকেও নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। বিধি অনুযায়ী আট সপ্তাহের 'শিক্ষা ছুটি' মঞ্জুর করার জন্য বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বাবা, মা এবং স্ত্রী-র সম্পূর্ণ সহযোগিতা মুক্তমনে গবেষণাকর্মে মনোযোগী হ'তে সাহায্য করেছে। দুই ভাগ্নী শুচিস্মিতা-সুচরিতা তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করেছে। নানারকম জটিল তত্ত্বের ভারে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, তখন আমার 'চারি বৎসরের কন্যা' প্রণিহিতা আমাকে ওর খেলার সাথী করে সাময়িক relief দিয়েছে। প্রথমদিকে নগর কোলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতে সবসময়ের সঙ্গী ছিল কোলকাতায় চাকুরিরত বন্ধু অনিমেষ। ও সঙ্গে থাকায় অনেক কাজই দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ ছাপার কাজে সাহায্য করেছে 'সফট্‌টাচ'-এর সুশান্ত (কেশব) এবং অনুপম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও নিরন্তর পরিবর্তনের ঝক্কি ওরা, বিশেষত কেশব, হাসিমুখে সামলেছে। ওদের কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রশ্নই নেই, কারণ ওরা বন্ধুজন। শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার সদস্য বন্ধুরা, বিশেষত নির্দেশক মলয়দা প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে এবং খোঁজখবর নিয়ে আমাকে সচল রেখেছেন বলে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

মনোজ মিত্র তাঁর একটি গ্রন্থে একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন ঃ ''ঈশ্বর, আমার পৃথিবীটাকে নির্বান্ধব অকরুণ প্রতিকূল এবং নিন্দুক করে দাও, তবেই না আমি আমার কাজের প্রতি অনন্যচিত্ত হতে পারব।'' সবশেষে আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা আমার পৃথিবীটাকে 'অকরুণ প্রতিকূল এবং নিন্দুক' করে দিয়েছেন।

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য